বাদ আসর ‘দাদু ভাইয়ের’ জানাজা, দাফন বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

দৈনিক যুগান্তরের ফিচার এডিটর, শিশুসাহিত্যিক ও প্রবীণ সাংবাদিক রফিকুল হক দাদুভাইয়ের প্রথম জানাজা নিজ কর্মস্থলে অনুষ্ঠিত হবে।

রোববার বাদ আসর যমুনা ফিউচার পার্ক জামে মসজিদে তার জানাজা পড়াবেন ইমাম ও খতিব মুফতি ইয়াকুব শরীফ। জানাজা শেষে তার মরদেহে শ্রদ্ধা জানাবে যুগান্তর পরিবার।

এরপর যুগান্তর কার্যালয় থেকে তার মরদেহ নেওয়া হবে রাজধানীর বাসাবো মহাসড়ক জামে মসজিদে। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

রোববার বেলা পৌনে ১১টার দিকে রাজধানীর মুগদার নিজ বাসায় মারা যান শিশুসাহিত্যিক, ছড়াকার, শিশু সংগঠক, নাট্যকার রফিকুল হক দাদুভাই। তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

রফিকুল হক বাধ্যর্কজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। গত বছর পর পর দুবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি।

সুস্থ হয়ে কর্মস্থল যুগান্তরে যোগ দিলেও বার্ধক্যসহ নানা জটিলতায় প্রায় ছয় মাস আগে মুগদার বাসায় পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুর আগে তিনি স্ট্রোক করেন।

রফিকুল হকের জন্ম ১৯৩৭ সালের ৮ জানুয়ারি। তার গ্রামের বাড়ি রংপুরের কামালকাচনায়। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে দেশের বাইরে থাকেন।

ভাসমান সেই মসজিদে জুমার নামাজ

হাওলাদারবাড়ির পুরনো মসজিদটি খোলপেটুয়া নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নামাজ আদায়ের মতো সুবিধা এখন আর নেই। আর এই মসজিদটির

স্থলে খোলপেটুয়ায় ভাসছে কাঠের তৈরি আরেকটি মসজিদ। এখানেই গ্রামের মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন। আজ তারা সেখানে পড়লেন জুমার নামাজ।

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়ন। ভয়াল সিডর, আইলা, আম্পান এবং সর্বশেষ ইয়াসের দাপটে কপোতাক্ষ ও খোলপেটুয়ার বেড়িবাঁধ বারবার ভেঙেছে।

প্রতাপনগর ইউপি চেয়ারম্যান জাকির হোসেন জানান, জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন প্রতাপনগর ইউনিয়নের ২২ গ্রামের ৩৬ হাজার মানুষ। এখানেই ছিল হাওলাদারবাড়ির মসজিদটি। সেই মসজিদটিও হারিয়েছে তার অস্তিত্ব। ভাসমান মসজিদটিতে নামাজ পড়ছেন মুসল্লিরা।

গ্রামবাসী জানান, তারা হাওলাদারবাড়ির মসজিদে দীর্ঘদিন ধরে নামাজ পড়ে আসছিলেন। কিন্তু ইয়াসের থাবায় খোলপেটুয়ার পেটে মসজিদটি বিলীন হয়ে যায়। বিলীন হওয়ার আগে মসজিদের ইমাম হাফেজ মঈনুর রহমান ও তারা নোনাপানিতে সাঁতার কেটে ডুবন্তপ্রায় মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। ফেসবুক ও মিডিয়ার মাধ্যমে এ খবর পৌঁছায় সারাদেশে। এতে সাড়া দেয় চট্টগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান।

মসজিদের ইমাম মঈনুর রহমান জানান, চট্টগ্রামের শামসুল হক ফাউন্ডেশনের প্রকৌশলী মো. নাসিরউদ্দিন নিজে এসে এখানে একটি ভাসমান মসজিদ তৈরি করে দিয়েছেন। এর নাম আলহাজ শামসুল হক মসজিদে নুহ (আ.)।

আটটি বড় আকারের ড্রামের ওপর মসজিদটি দণ্ডায়মান একটি ৬০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট প্রস্থের নৌকার ওপর। অজুখানা ও সৌরবিদ্যুৎ সংযোগসহ সব ধরনের সুবিধাও রয়েছে এখানে।

হাওলাদারবাড়ি এলাকার ২৫টি পরিবারসহ আশপাশের এলাকা থেকে আসা মুসল্লিরা এখানে নামাজ পড়ছেন গত মঙ্গলবার থেকে। প্রায় ৬০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদে আজ শুক্রবার জুমার নামাজে অংশ নেন তারা।

ইমাম জানান, গ্রামবাসী ভাসমান মসজিদটি পেয়ে খুবই খুশি। তাদের কষ্টের লাঘব হয়েছে। তিনি জানান, মসজিদ কমিটির সভাপতি মৌলভী এবাদুল সানা, সেক্রেটারি আবদুর রাজ্জাক এর উন্নয়নকাজ করে যাচ্ছেন।

আই কুইট ফর এভার’ লিখে আত্মহত্যা করলেন বেরোবির ছাত্র

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানভীর আলম তুষারের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে নগরীর হারাগাছ রোড সাহেবগঞ্জ এলাকার বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

তানভীর আলম তুষার ওই এলাকার ব্যবসায়ী মোহসীন আলীর ছেলে ও রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

এদিকে আত্মহত্যার আগে বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে ‘আই কুইট ফর এভার’ লিখে একটি স্ট্যাটাসও দেন তিনি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে তানভীরের ঘর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে পরিবারের লোকজন তাকে ডাকাডাকি করতে থাকেন। পরে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এদিকে মৃত্যুর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তুষার একটি স্ট্যাটাসে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চিরতরে প্রস্থানের ইঙ্গিত দেন। তবে ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা জানা যায়নি। আত্মহত্যার পূর্বে তুষার হতাশাগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেলাল উদ্দীন বলেন, সকালের দিকে বাড়িতে সে আত্মহত্যা করেছে বলে শুনেছি। এখন পর্যন্ত আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। তুষার খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। তার এভাবে চলে যাওয়া কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। আমরা এ ঘটনায় শোকাহত।

তুষারের আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি তার পরিবারের লোকজন। তবে প্রতিবেশীদের দাবি, কয়েক দিন আগে তুষারের সঙ্গে তার পরিবারের ঝগড়া হয়েছিল। সম্প্রতি তার বাবার সঙ্গেও কথাকাটাকাটি হয়েছে।

এ বিষয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের হারাগাছ থানার ওসি শওকত আলী সরকার জানান, তাদের কাছে তথ্য রয়েছে প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছে- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী তুষার করোনাকালীন মোবাইলে টাকা দিয়ে জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়ে। মোবাইলে গেম খেলতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়। এ নিয়ে সে মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছিল।

তিনি বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছি। তবে এখনো আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের মানবাধিকারভিত্তিক পুনর্বাসন দাবি

আমাদের মাছ বেরিয়ে যায়। লবনে সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। আমরা খুব কষ্টে আছি। আমরা নোনা পানি থেকে একটু মিষ্টি পানি পেতে পারি তার ব্যবস্থা করুন। দু’বার বাঁধ তৈরি হলেও তা ভেঙে গেছে। আমাদের জন্য মজবুত করে বাঁধ তৈরি করে দিন’- কান্না জড়িত কন্ঠে বলছিলেন মোংলার কানাইনগর গ্রামের গৃহবধু সোনালী সর্দার (৩৫)।

সোনালীর আকুতি, ‘আমরা দরিদ্র, আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের জীবনতো গেছেই, আমাদের সন্তানেরা যেন মানুষের মত বাঁচতে পারে’।

রবিবার (০৩ অক্টোবর) খুলনার মোংলা উপজেলায় পরিদর্শনরত ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের কাছে দুর্ভোগের কথা তুলে ধরছিলেন সোনালী। চাঁদপাই ইউনিয়নে আয়োজিত নাগরিকদের সাথে জলবায়ু বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্লাইমেট

পার্লামেন্ট বাংলাদেশের আহবায়ক সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক এবং বাসন্তী চাকমা এমপি।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রকাশ কর্মসূচির আওতায় এই পরিদর্শন ও ক্লাইমেট টক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে প্রতীকি যুব সংসদ, ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিস এবং আর্থ সোসাইটি।

মোংলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমলেশ মজুমদার, ইউপি চেয়ারম্যান মোল্লা তারিকুল ইসলামসহ স্থানীয়রা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। তারা টেকসই বেড়িবাঁধ এবং সুপেয় পানির দাবি জানান।

ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশের আহবায়ক নাহিম রাজ্জাক এমপি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের কথা জাতীয় সংসদসহ আসন্ন জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে (Kc২৬) তুলে ধরা হবে। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সুবিচার আদায়ে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সংসদ সদস্য বাসন্তী চাকমা-ও।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দ্য আর্থ সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন মিয়া, প্রতীকি যুব সংসদের চেয়ারপার্সন আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রধান ও ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিসের সমন্বয়ক সোহানুর রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী ময়ূরী আক্তার টুম্পা।

মাকে রেখে বাড়ি ফেরা হলো না শফিকুলের

মাকে খালার বাড়িতে রেখে নিজ বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় শফিকুল ইসলাম (৩৩) নামের প্রবাস ফেরত যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার রাত ৮টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার নুরপুর নামক স্থানে মটরসাইকেল-ট্রলির সাথে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।
শফিকুল ইসলাম একই উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের সুড়ি পাড়ার নুরুর

ছেলে। তিনি মালয়েশিয়া প্রবাসী। দুই মাস আগে তিনি ছুটিতে নিজ দেশে এসেছেন।

জানা গেছে, রবিবার বিকেলে শফিকুল ইসলাম তার মাকে পার্শবর্তী পিরোজপুর গ্রামের খালার বাড়িতে রাখতে গিয়েছিলেন। রাত ৮টার দিকে মাকে রেখে বাড়ি ফেরার পথিমধ্যে নুরপুর নামক স্থানে পৌছালে একজন সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে তিনি একটি গরু বহন করা ট্রলির সাথে ধাক্কা মারেন। এসময় তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শফিকুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহ দারা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনা স্থলে পুুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সেই শিক্ষিকার অতিরিক্ত পদ থেকে পদত্যাগের পরও আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ শিক্ষার্থীর মাথার চুল শিক্ষিকা কর্তৃক কেটে দেয়ার ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষিকা ফারহানা ইয়াসমিন বাতেন তার ওপর অর্পিত অতিরিক্ত ৩টি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

রবি পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি এ দিন রাতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান পদ, সহকারী প্রক্টর পদ ও প্রক্টরিয়াল বোর্ডের সদস্য পদ থেকে লিখিতভাবে পদত্যাগ করেছেন।

এছাড়া এ ঘটনা তদন্তে রবির রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান লায়লা ফেরদৌস হিমেলকে প্রধান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি

গঠন করা হয়েছে। ওই রাত থেকেই তদন্ত কমিটি তদন্ত কাজ শুরু করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রবির রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান লায়লা ফেরদৌস হিমেল। তিনি বলেন অতিদ্রুত তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। তার পরেই ওই শিক্ষিকার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অপসারণ বা পদত্যাগ না করায় শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো বুধবার সকাল থেকেই রবি ক্যাম্পাসে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে তারা আমরণ অনশনও শুরু করেছে।

তারা শিক্ষিকা ফারহানা ইয়াসমিন বাতেনের স্থায়ী অপসারণ বা পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে দুপুরে রবির দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি আব্দুল লতিফসহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করেও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ঘরে ফেরাতে পারেননি। এ সময় শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র মনির আক্তার খান লোদী তরু এসে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন।

শিক্ষার্থীদের একটাই কথা শিক্ষিকা ফারহানা ইয়াসমিনের চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের এ আন্দোলন চলবে। বুধবার দিনভর শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আর স্লোগানে রবি ক্যাম্পাস মুখর ছিল।

এদিকে এদিন দুপুরে রবি কর্তৃপক্ষ কোনো সমাধান না দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সামান্য সময় ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। এছাড়া শিক্ষকা ফারহানা ইয়াসমিন বাতেন মঙ্গলবার রাতে একটি মিডিয়ার এক ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে মিথ্যাচার করায় ও তার বক্তব্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে এর তীব্র নিন্দা জানান।

এ বিষয়ে রবির শিক্ষার্থী হাসিব, নাজমুল, হাবিবসহ অনেকেই জানায়, রবির ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষিকা ফারহানা ইয়াসমিন বাতেন স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন ও আমরণ অনশন চলবে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ছাত্ররা জানায়, গত রোববার দুপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের প্রথম বর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি বিষয়ের ফাইনাল পরীক্ষার হলে ঢোকার সময় ওই বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহকারী প্রক্টর ফারহানা ইয়াসমিন বাতেন আগে থেকে কাঁচি হাতে পরীক্ষার হলের দরজার সামনে দাড়িয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীরা হলে প্রবেশের সময় যাদের মাথার চুল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায়, তাদের মাথার সামনের অংশের বেশ খানিকটা চুল তিনি কাঁচি দিয়ে কেটে দেন। এভাবে একে একে ১৪ জন শিক্ষার্থীর চুল তিনি কাচি দিয়ে কেটে দেন। এরপর পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীদের পরিবার তুলে গালিগালাজ করেন। এতে শিক্ষার্থীরা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিলে বিষয়টি ব্যাপক ভাইরাল হয়।

এছাড়া এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা সোমবার দুপুরে পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করার চেষ্টা করলে রবির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষিকা ফারহানা ইয়াসমিন বাতেন শিক্ষার্থীদের গালিগালাজ করে পরীক্ষার হলে যেতে বাধ্য করেন। এর প্রতিবাদ করলে তিনি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান তুহিনকে তার চেম্বারে ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন ও রবি থেকে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

এতে তার শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তুহিন সোমবার রাত ৭টার দিকে দ্বারিয়াপুরের শাহমুখদুম ছাত্রাবাসের নিজ কক্ষে দরজা বন্ধ করে ৩৫টি ঘুমের বড়ি একসঙ্গে গুঁড়ো করে সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। রাত ৮টার দিকে তার সহপাঠীরা বিষয়টি টের পেয়ে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে সে ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এ ঘটনার পর শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রাতেই রবি ক্যাম্পাসে ছুটে এসে বিক্ষোভ করে। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের এ বিক্ষোভ চলে। পরে মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা লাগাতার ভাবে এ বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে।

এ বিষয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের প্রভাষক

রাজিব অধিকারী তার বক্তব্যে বলেন, এ ঘটনার পর আমিও দায় স্বীকার করে আমার ওপর অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব সহকারী প্রক্টরের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দিয়েছি। এ ছাড়া এ ঘটনার পর থেকে আমি চরমভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তিনি শিক্ষিকা ফারহানা ইয়াসমিন বাতেনের বিভিন্ন মিডিয়ায় দেওয়া বক্তব্যেও সমালোচনা করে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে রবির অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি ও ট্রেজারার আব্দুল লতিফ তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের এ যৌক্তিক দাবির সঙ্গে আমিও সহমতপোষণ করছি। তবে নিয়মের মধ্যদিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছু সময় লাগবে। এ সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরে শান্ত থাকার আহবান জানান তিনি।

এ বিষয়ে রবির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষিকা ইয়াসমিন বাতেন মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সোহান নামের এক যুবককের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দর্শনা- জীবননগর সড়কের রশিকশাহ মাজারের নিকট এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহান (১৭) দর্শনা আকোন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার সাহিদুল ইসলামের ছেলে। দর্শনার মালেকের ওয়ার্কসপের শ্রমিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিমেল নামের এক যুবক বলে, সোমবার দুপুরে আমি ওই পাম্পে তেল নিচ্ছিলাম। মোটরসাইকেলটি আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা সড়কে আছড়ে পড়ে। আমি ওয়ার্কসপ মালিককে খবর দিই।
ওয়ার্কসপের মালিক আব্দুল মালেক বলেন, দুপুরের খাবার খেতে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল সোহান। এসময় দর্শনা-জীবননগর সড়কের রশিকশাহ মাজারের নিকট পৌঁছালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা সড়কে উল্টে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোহানের বাবা-মাসহ পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ছুটি আসে। এসময় তাদের কান্নায় হাসপাতালের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। নিহত সোহান দুই ভায়ের মধ্যে বড়।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালর জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহাবুবুর রহমান বলেন, হাসপাতালে নেয়ার আগেই সে মারা যায়। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসীন পিপিএম (বার) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গতকাল রাত সাড়ে ১০ টায় তার জানাজা শেষে আক্ন্দবাড়িয়া কবরস্হানে দাফন সম্পর্ন করা হয়।

মামলায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজের মোটরসাইকেলে আগুন

রাজধানীর বাড্ডায় মামলায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজের মোটরসাইকেলে আগুন দিয়েছেন এক ‘পাঠাও’ চালক। আজ সোমবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে বাড্ডায় লিংক রোডে এ ঘটনা ঘটে। ওই বাইকারের নাম শওকত আলম। তার বাড়ি কেরাণীগঞ্জে।

এই ঘটনার একটি ভিডিও ফেসবুকে বিভিন্ন জনের টাইমলাইনে ঘুরছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি মোটর সাইকেলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ক্ষুব্ধ একজন ব্যক্তিকে ওই মোটরসাইকেলেই হেলমেট ছুড়ে মারতেও দেখা যায়। আশপাশে থাকা অন্যরা মোটরসাইকেলে পানি দিতে চাইলে ওই ব্যক্তি তাদের বাধা দেন। কারও কথা না শুনে নিজের গাড়িতে আরও পেট্রল দিতে থাকেন।

বাড্ডা থানার ওসি বলেন, মহামারীর কারণে এই লোকটা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তার বাড়ির দোকানটিও খুলতে পারছেন না অর্থের অভাবে। দুই মাস ধরে তিনি উবার চালাচ্ছেন। আজকে ট্রাফিক পুলিশ মামলা দেয়ার জন্য তার গাড়ির কাগজপত্র চেক করছিল তখন তিনি মনের দুঃখে নিজের মোটরসাইকেলে নিজেই আগুন দেন।

ওসি আরও বলেন, এই ঘটনার পরে তিনি চলে গেছেন। আমাদের সিনিয়র স্যাররা বিষয়টি দেখছেন, ট্রাফিক পুলিশের কোনো ঘাটতি ছিল কিনা।

দেশজুড়ে ৩০টি শহরে চালু হচ্ছে বিশেষজ্ঞ ভিডিও ডাক্তার বুথ

ডিজিটাল হেলথকেয়ার সলিউশান্সের (ডিএইচ) ব্র্যান্ড এবং স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল সেবাদানে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল হসপিটাল গ্রামীণ অঞ্চলে চালু করছে ৩০টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ। যার মাধ্যমে এসব এলাকার মানুষ এখন খুব সহজেই তাদের স্থানীয় ডিজিটাল হেলথ সেন্টার (ডায়াগনোস্টিক/ফার্মেসি/ক্লিনিক) থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে পারবেন। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্তএলাকায় মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

মেডিসিন, স্ত্রীরোগ, ত্বক, শিশু, হৃদরোগ ও এন্ডোক্রিনোলজি সহ ২০টিরও বেশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকবেন এই সেন্টারগুলোতে। স্ত্রী ও শিশুরোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল হসপিটাল গ্রামে বসবাসকারী নতুন মা, বাবা ও শিশুদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারি সেবার মাধ্যমে সহায়তা করতে প্রত্যাশী। এর পাশাপাশি রোগীদের আর কষ্ট করে ঢাকায় এসে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং তাদের কোভিডে আক্রা হওয়ার ঝুঁকিও কমে যাচ্ছে।

সাধারণত গড়ে একটি পরিবারের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণসহ যাতায়াত ও থাকতে ৫,৩৩৮ টাকা খরচ হয়। ফলে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের রোগীর বাসস্থানের কাছে নিয়ে যাওয়াতে, তাদের চিকিৎসা সেবার খরচও কমে আসছে।

দেশজুড়ে এমন অনেক রোগী আছেন যাদের সঠিক চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু যেহেতু বেশির ভাগ ডাক্তারই ঢাকাকেন্দ্রিক, তাই এই রোগীদের স্ত্রীরোগ/ শিশু/ হৃদরোগের মতো সমস্যায় সঠিক ও মানসম্মত চিকিৎসা পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক ডায়াগনোসিস রোগীদের বিভিন্ন ধরণের জটিলতা এড়াতে ও দ্রুত সুস্থ হতে অনেক সাহায্য করে।

তাই, ডিজিটাল হসপিটালের লক্ষ্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের

মাধ্যমে রোগীদের জন্য মানসম্মত চিকিৎসা সেবা আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তোলা।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা তৈরি ডক্টর বুথগুলোর মাধ্যমে রোগীরা খুব সহজেই ডাক্তারের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতে পারবেন। বুথগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ডাক্তারের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াও রোগীরা সঠিক চিকিৎসা নিতে পারেন।

এছাড়াও, রোগীদের যেকোন প্রয়োজনে সহযোগিতার জন্য উপস্থিত থাকবেন ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের সহায়তাকারী। পাশাপাশি, ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা সকল টেস্ট রোগীরা সেই ডিজিটাল হেলথ সেন্টার থেকেই বিশেষ ছাড়ে করাতে পারবেন।

চলমান বৈশ্বিক মহামারির কারণে রোগী ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কর্মীদের সুসাস্থ্যের কথা চিন্তা করে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়াও ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শের ফলে ডাক্তাররা সুরক্ষিত থাকার পাশাপাশি তাদের বাসা থেকেই যে কোন জায়গার রোগীকে সেবা দিতে পারছেন।

২০২১ সালের প্রথম ৬ মাসে, ডিজিটাল হসপিটাল স্ত্রীরোগ, হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ৫ হাজারেরও বেশি কনসালটেশন দিয়েছে। এবং এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ চালু করার মাধ্যমে এই সেবাটি এখন আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। ২০২১ সালের শেষে সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ধনী-গরীব ও গ্রামাঞ্চল-শহরাঞ্চল ব্যবধান দূরীকরণে মোট ৩০টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ গাইবান্ধার পলাশবাড়ী, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, খুলনার ডুমুরিয়া, দিনাজপুরের বিরাম্পুর ও কুমিল্লার বুড়িচং এর মতো বিভিন্ন এলাকায় চালু করা হচ্ছে। কেননা, সুস্বাস্থে সবারই অধিকার রয়েছে।

বর্তমানে ডিজিটাল হসপিটাল উপ-শহর ও থানা পর্যায়ে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্তু আগামীতে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও চর এলাকায়ও ডিজিটাল হসপিটাল এর সেবা পৌঁছে দিবে। ডিজিটাল হসপিটাল বিশ্বাস করে, ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (ইউএইচসি) সবার অধিকার এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল হেলথকেয়ার সলিউশান্সের সিসিও অ্যান্ড্রু স্মিথ বলেন, “বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষেরই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ

নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনেক লম্বা ও ব্যয়বহুল সফর করতে হয়। কিন্তু আমরা এখন এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তাদের বাসার কাছের ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে কিংবা ফার্মেসিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফলে, এখন অনেক মানুষই খুব সহজেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারবেন। পাশাপাশি, ডিজিটাল হসপিটালের এই উদ্যোগ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ভুমিকা রাখবে।” অক্টোবরের শেষের দিকে ২০ এরও বেশি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা পার্টনার ডিজিটাল হেলথ সেন্টার কিংবা ডিজিটাল হসপিটাল অ্যাপের সাথে যুক্ত হবেন। বিস্তারিত জানতে কল করুন ০৮০০০১১১০০০ (টোল-ফ্রি)।

– প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাতদিনের মধ্যে অনিবন্ধিত সব নিউজ পোর্টাল বন্ধের নির্দেশ

৯২টি ছাড়া অননুমোদিত ও অনিবন্ধিত সব অনলাইন নিউজ পোর্টাল আগামী সাতদিনের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিটিআরসি চেয়ারম্যান ও প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলেছেন আদালত।

মঙ্গলবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে এই আদেশ দেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন দুই রিটকারী আইনজীবী জারিন রহমান ও রাশিদা চৌধুরী নীলু।

এর আগে গত ৫ মে সংবেদনশীল সংবাদসহ যে কোনো খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমগুলোর জন্য ‘নৈতিক নীতিমালা’ প্রণয়ন চেয়ে সংশ্লিষ্টদের একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিটিআরসির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ প্রেস

কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে এই নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশের কোনো জবাব না পেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন আইনজীবী জারিন রহমান ও রাশিদা চৌধুরী নীলু।

রিট আবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি রাজধানীতে ২১ বছরের এক মেয়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচণার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর মধ্যে বিশেষ করে অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতে অগ্রহণযোগ্যভাবে নিউজ পরিবেশন করা হয়েছে। অথচ এসব সংবাদ পরিবেশনা বন্ধে বিটিআরসি কিংবা প্রেস কাউন্সিল কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা প্রনয়ণ জরুরি হয়ে উঠেছে। একইসঙ্গে দেশে অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টালগুলো চালু থাকার পরেও বিটিআরসি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই এসব পোর্টালের রেজিস্ট্রেশনও জরুরি।

এই রিটের শুনানি নিয়ে ‘ন্যাশনাল অনলাইন মাস মিডিয়া পলিসি-২০১৭’ অনুযায়ী দেশে অননুমোদিত ও অনিবন্ধিতকৃত অনলাইন মিডিয়াগুলো কেন বন্ধ করা হবে না- তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন উচ্চ আদালত।